খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ,২০২৪' এর ধারা ২৫(ক)(২) মোতাবেক
সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিরবণীঃ

সভাপতি ঃ **জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার, প্রশাসক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।**
পরিচালনায় ঃ জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান ঃ শহীদ আলতাফ মিলনায়তন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ ও দিন-ক্ষণ ঃ ০৭/০৭/২০২৫খ্রি. সোমবার, বেলা ২-৩০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত কেসিসি'র ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) ঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	ওয়ার্ড নম্বর
১	জনাব আবু সালেহ পাটওয়ারী	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১
২	জনাব আজিজুন নাহার বেলা	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২
৩	জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান খান	কঞ্জারভেন্সি অফিসার	৩
৪	জনাব মোঃ আলমগীর কবির বিশ্বাস	নিরাপত্তা সুপারভাইজার	৪
৫	জনাব গাজী সালাউদ্দিন	এস্টেট অফিসার	৫
৬	জনাব গাজী সালাউদ্দিন	এস্টেট অফিসার	৬
৭	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৭
৮	জনাব উজ্জ্বল কুমার সাহা	স্টোর সুপার	৮
৯	জনাব এফ এম ফয়সাল	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৯

চলমান

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	ওয়ার্ড নম্বর
১০	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	১০
১১	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	সহকারী কঞ্জারভেন্সি অফিসার	১২
১২	মিসেস কাজল রানী দাস	এষ্টিমেটর	১৩
১৩	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম	সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার	১৪
১৪	জনাব আব্দুল মাজেদ মোল্লা	জনসংযোগ কর্মকর্তা ও কালেক্টর অব ট্যাক্সেস	১৫
১৫	জনাব আবির-উল-জব্বার	চীফ প্লানিং অফিসার	১৬
১৬	ডা: শরীফ শাম্মী উল ইসলাম	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (অতি: দায়িত্ব)	১৭
১৭	জনাব রেজবিনা খানম	আর্কিটেক্ট	১৮
১৮	জনাব মোঃ নাজমুল হক	সুপারিনটেনডেন্ট (এ্যাসেসমেন্ট)	১৯
১৯	জনাব সেলিমুল আজাদ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	২০
২০	জনাব মুহ: ইমরান হোসেন	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (অডিট)	২১
২১	জনাব প্রণব কুমার ঘোষ	এ্যাসেসর	২২
২২	ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস	ভেটেরিনারি সার্জন	২৩
২৩	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	কঞ্জারভেন্সি অফিসার	২৪
২৪	জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান	শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা	২৫
২৫	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২৬
২৬	জনাব অমিত কান্তি ঘোষ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২৭
২৭	জনাব মোঃ শাহীনুর জামান	উচ্চমান সহকারী, বর্তমানে প্রধান সহকারী হিসেবে কর্মরত, জনস্বাস্থ্য বিভাগ	২৮
২৮	জনাব শেখ হাফিজুর রহমান	চীফ এ্যাসেসর	২৯
২৯	জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩০
৩০	জনাব শেখ শফিকুল হাসান	বাজার সুপার	৩১

সভায় উপস্থিত সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ ঃ

১	অতিরিক্ত/যুগ্মকমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর পক্ষে জনাব মোহামমদ রাশিদুল ইসলাম খান	৭	তত্ত্বাবধায়ক/নির্বাহী প্রকৌশলী জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা
২	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, খুলনা এর পক্ষে জোনাল কর্মকর্তা	৮	প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, খুলনা
৩	সদস্য, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা	৯	প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা
৪	সদস্য, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর পক্ষে	১০	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), খুলনা
৫	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা এর পক্ষে সহকারী প্রকৌশলী	১১	উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, খুলনা
৬	পরিচালক, স্বাস্থ্য, খুলনা বিভাগ	১২	উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা এর পক্ষে

সভার শুরুতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ওয়াসা বা কেডিএ অথবা রোডস্ এন্ড হাইওয়ের উন্নয়ন কাজে ঢিলেমির কারণে রাস্তা-ঘাটে চলাচল করা যায় না। সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কাজ ঠিকমত চলছে, কিন্তু তাদের কাজ ঠিকমত না হওয়ার কারণে এ শহরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। এ বিষয়ে যদি ভাইরাল হয়, তবে অন্য ডিপার্টমেন্টের দোষে ভাইরাল হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই তিনি খুলনা শহরের মানুষের জনভোগান্তি কমাতে কেডিএ/ওয়াসা/রোডস্ এন্ড হাইওয়ের উন্নয়ন কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার এবং এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া খুলনা শহরে মানসম্মত গরু-ছাগল জবাই সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং গরু/ছাগল কোথায় কোথায় জবাই হচ্ছে প্রতিনিয়ত পরিদর্শন করাসহ রিপোর্ট তাঁকে দেখানোর জন্য কেসিসি'র ভেটেরিনারি অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করেন। অতপর তিনি কোরআন থেকে তেলাওয়াতের অনুরোধ জানালে কেসিসি'র মসজিদের ইমাম হাফেজ মোঃ হাবিবুল্লাহ পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা করেন। এ পর্যায়ে তিনি নির্দিষ্ট এজেন্ডা অনুযায়ী সভা পরিচালনা করার জন্য কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১। গত ২৮/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৫ম সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)**, কেসিসি উপস্থিত সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পূর্বক বলেন, গত ২৮/০৫/২০২৫খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৫ম সভার কার্যবিবরণী সকলের সামনে বোর্ডে দেয়া হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীতে যদি কোন সংশোধন বা পরিবর্তন থাকে তবে তা বলার অনুরোধ জানান। বিগত সভার কার্যবিবরণীর কোথাও কোন সংশোধন বা পরিবর্তন না থাকায় সকলের মতামতের ভিত্তিতে প্রশাসক উক্ত কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ করার অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে গত ২৮/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কেসিসি'র ৫ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
২। (ক) জিয়া হল কমপ্লেক্স নির্মাণ (খ) প্রাকৃতিক খাল, জলাশয় সংরক্ষণ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ০২(দুই)টির জন্য Feasibility Study সহ DPP প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন সংক্রান্ত আলোচনা এবং Feasibility Study এর জন্য কুয়েট, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন সংস্থার সহায়তা গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্তসহ বিভিন্ন ম্যাপ, ডকুমেন্টেশন তৈরি বাবদ ব্যয় কেসিসি'র সাধারণ তহবিল হতে নির্বাহের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)**, কেসিসি (ক) জিয়া হল কমপ্লেক্স নির্মাণ (খ) প্রাকৃতিক খাল, জলাশয় সংরক্ষণ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ০২(দুই)টির জন্য Feasibility Study সহ DPP প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন এবং Feasibility Study এর জন্য কুয়েট, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন সংস্থার সহায়তা গ্রহণের সিদ্ধান্তসহ বিভিন্ন ম্যাপ, ডকুমেন্টেশন তৈরি বাবদ ব্যয় কেসিসি'র সাধারণ তহবিল হতে নির্বাহের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীকে বিস্তারিত বলার অনুরোধ করেন। **জনাব আবির উল জব্বার, চীফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি** বলেন, জিয়া হল কমপ্লেক্স নামে ১৫০০ কোটি টাকার একটা প্রকল্প যার নাম ছিল খুলনা সিটি কর্পোরেশনে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ। এই প্রকল্পের ভিতরে একটা কম্পোনেন্ট হিসেবে 'পাবলিক হল কমপ্লেক্স নির্মাণ' প্রকল্প ছিল। সেটা এখনো অনুমোদন হয়নি বিধায় উক্ত প্রকল্পের নাম বাদ দিয়ে আলাদাভাবে 'জিয়া হল কমপ্লেক্স' নির্মাণ প্রকল্প করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী আগে ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে হবে। এরপর DPP দাখিল করতে হবে। ২০২১ সালে ফিজিবিলিটি স্টাডি করা ছিল। ইতোমধ্যে অনেক কস্ট বেড়েছে, ডিজাইনটাও একটু পরিবর্তন হবে। যার কারণে নতুন করে ফিজিবিলিটি স্টাডি করে তিনি প্রকল্প প্রণয়ন করার প্রস্তাব করেন। ফিজিবিলিটি স্টাডি দুইভাবে করা যায় (১) সরকারি দপ্তরের মাধ্যমে করা হলে ডিটেইল পদ্ধতিতে সেটা করা যাবে এবং তাতে খরচ কম হবে। সে কারণে কুয়েট/খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিবিলিটি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। (২) বেসরকারিভাবে করা যায়, তাতে খরচ বেশি হবে। তাই তিনি এ কাজে সরকারি দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন ম্যাপ ডকুমেন্টেশন তৈরি বাবদ সাধারণ তহবিল হতে ব্যয় করার জন্য অনুমোদনের অনুরোধ জানান।

চলমান

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, প্রধান কর নির্ধারক, কেসিসি এবং **মহাসচিব, বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি** বলেন, আইনের মার-প্যাঁচ বাদ দিয়ে সহজে খুলনা মানুষের প্রাণের দাবী 'জিয়া হল' নির্মাণ বাস্তবায়ন করার অনুরোধ জানান। জনগণ ফিজিবিলিটি স্টাডি বা অন্য কিছু বোঝে না, জনগণ চায় খুলনায় 'জিয়া হল' নির্মাণ হবে। প্রশাসক মহোদয় ক্ষমতায় থাকাবস্থায় 'জিয়া হল' করার জন্য খুলনাবাসীর দাবী। তাই এটা করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানান। **জনাব আবির উল জব্বার, চীফ প্লানিং অফিসার,** কেসিসি বলেন, প্লানিং কমিশনের পরিপত্র অনুসারে ফিজিবিলিটি স্টাডি অবশ্যই করতে হবে এবং সেটা না হলে DPP প্রণয়ন হয় না। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি বলেন, ফিজিবিলিটি স্টাডি দ্রুততম সময়ের মধ্যে ১০/১২ দিনের মধ্যে করা যায়। **প্রশাসক** প্রধান প্রকৌশলী অভিপ্রায় অনুযায়ী জিয়া হল কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং প্রাকৃতিক খাল, জলাশয় সংরক্ষণ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প দুইটির জন্য কুয়েট থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১০/১২ দিনের মধ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি করে DPP প্রণয়ন এবং এ খাতে প্রয়োজনীয় ব্যয় সাধারণ তহবিল থেকে নির্বাহ করার অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে জনস্বার্থে (ক) জিয়া হল কমপ্লেক্স নির্মাণ (খ) প্রাকৃতিক খাল, জলাশয় সংরক্ষণ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প দুইটির জন্য কুয়েট থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১০/১২ দিনের মধ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি করে DPP প্রণয়ন এবং এ খাতে প্রয়োজনীয় ব্যয় সাধারণ তহবিল থেকে নির্বাহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৩। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সমঝোতা স্মারক (MOU) প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)**, কেসিসি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সমঝোতা স্মারক (MOU) সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে কেসিসি'র সচিব-কে বলার জন্য অনুরোধ করেন। **জনাব শরীফ আসিফ রহমান, সচিব,** কেসিসি বলেন, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সমঝোতা স্মারকে কয়েকটা টার্গেট আছে। রেড ক্রিসেন্ট সাধারণতঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজ করেন। সিটি কর্পোরেশনে একটা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে। উক্ত কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বিধায় নতুন করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কমিটি গঠন, তাদের মোটিভেশন দেয়া, দুর্যোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগ স্থিতি স্তবক তহবিল গঠন করা (CDC) ইত্যাদি কাজ তারা করে। পদাধিকার বলে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির হেড সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক। মূলতঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা, প্রশিক্ষণ প্রদান করা, জনগণকে সচেতন করা, তহবিল গঠন ও পরিচালনা করা, কিছু বৃক্ষরোপন ও কঞ্জারভেন্সি কাজও তারা করে থাকে। এ জন্য রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে কেসিসি'র (MOU) তৈরি/স্বাক্ষর সম্পাদন করা প্রয়োজন। **জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা**, কেসিসি বলেন, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মহানগরী কমিটির সভাপতি হলো মেয়র। এ কাজগুলো করতে গিয়ে যেন মূল জায়গা থেকে সরে না যায় সে দিকে খেয়াল রাখার অনুরোধ করেন। **প্রশাসক** রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি দুর্যোগ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কার্যক্রম চালাতে যেহেতু কোন অর্থ দিতে হবে না, তাদের নিজস্ব অর্থায়নে তারা কাজ করবে সেহেতু তাদের সাথে কেসিসি'র (MOU) স্বাক্ষর করা যেতে পারে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৪। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-২য় পর্যায়ের পার্টনার এনজিওদের নিয়ে প্রকল্প সমাপ্তি পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত পর্যালোচনার সভার কার্যবিবরণী প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)**, কেসিসি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-২য় পর্যায়ের পার্টনার এনজিওদের নিয়ে প্রকল্প সমাপ্তি পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, জুন' ২৫ মাসে একটা প্রজেক্ট সমাপ্ত হয়েছে, আর একটা প্রজেক্ট ১ জুলাই ২০২৫ থেকে শুরু হবে। আগামি এক বছর এ প্রজেক্ট যেভাবে চলবে তার একটা গাইড লাইন মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া হয়েছে। সেভাবে কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব ও প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কাজ করছেন। বিদ্যমান দুইটি এনজিও (বাপসা ও এ্যাডামস) কিভাবে কাজ করবে, স্টাফদের বেতন/ফিক্সেশন এবং কেসিসিকে কি দিতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে গাইড লাইনে নির্দেশনা দেয়া আছে। সেখানে বলা আছে কেসিসি ২৫% ব্যয় নির্বাহ করবে, ২৫% সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বাকি ৫০% ব্যয় সংস্থা নির্বাহ করবে। **ডাঃ শরীফ শাম্মী উল ইসলাম, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা**, কেসিসি বলেন, গত ২৪/০৬/২০২৫খ্রি. তারিখে কেসিসির সচিব মহোদয়, পার্টনার এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ, পিআইইউ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ-এর সমন্বয়ে একটা সভা করা হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরবর্তী এক বছর স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম কিভাবে চলবে সে সম্পর্কে। সভায় বলা হয়েছিল স্বাস্থ্য সেবার মোট খরচের ৫০% টাকা সংস্থার আয় থেকে খরচ করতে হবে, ২৫% খরচ সিটি কর্পোরেশন দিবে এবং মন্ত্রণালয় থেকে ২৫% খরচ দেয়া হবে। Sustainable Fund একটা থাকে। মূল বাজেটে উক্ত Sustainable Fund থেকে সিটি কর্পোরেশন টাকা দিবে। ২০১৯ সালে স্টাফদের যে বেতন কাঠামো ছিল সেই অনুযায়ী ফিক্সেশন করে বেতন নির্ধারণ করা হয়। তাতে বর্তমানের বেতন থেকে কম হারে তাদের বেতন নির্ধারণ হয়। খালিশপুর অঞ্চলে ৬টি এবং খুলনা অঞ্চলে ৬টিসহ মোট ১২টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চালানো হয়। আগামি এক বছরে স্যালারি স্ট্যাটাস, ইকুইপমেন্ট, ভ্যাকসিন ও আনুষাঙ্গিক খরচসহ বাপসা'র মোট খরচ ধরা হয়েছে ৩,৬২,২৯,২০০/-(তিন কোটি বাষট্টি লক্ষ উনত্রিশ হাজার দুইশত) টাকা এবং এ্যাডামস এর মোট খরচ ৩,০৭,৮৩,৫০০/-(তিন কোটি সাত লক্ষ তিরাশি হাজার পাঁচশত) টাকা ধরা হয়েছে।

চলমান

আলোচনা
এ হিসাবে প্রতীয়মান হয় যে, এক বছরে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চালাতে মোট খরচ হবে (৩,০৭,৮৩,৫০০+৩,৬২,২৯,২০০) =৬,৭০,১২,৭০০/-(ছয় কোটি সত্তুর লক্ষ বার হাজার সাতশত) টাকা। এর মধ্যে এনজিওরা সার্ভিসের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে খরচ করবে ৫০% অর্থাৎ ৩,৩৫,০৬,৩৫০/-টাকা, মন্ত্রণালয় দিবে ২৫% অর্থাৎ ১,৬৭,৫৩,১৭৫/-(এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার একশত পঁচাত্তর) টাকা এবং সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়ের ১% সাসটেইন্যাবল ফান্ড হতে ২৫% অর্থাৎ ১,৬৭,৫৩,১৭৫/-(এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার একশত পঁচাত্তর) টাকা খরচ বাবদ সংস্থান রাখা হয়েছে। নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গরীব রোগী বেশি যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এনজিওরা সার্ভিস চার্জ বাবদ রোগীদের নিকট থেকে যেটা নেয় সে ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। যেমন-নরমাল ডেলিভারিতে আগে ১,৫০০/-টাকা নেয়া হতো, এখন ৫০০/-টাকা বাড়িয়ে ২,০০০/-টাকা করা হয়েছে। সিজারী সেকশনে পূর্বের ন্যায় ১,২০০/-টাকা ধার্য করা হয়েছে। বর্ণিত কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে তিনি খুলনা সিটি কর্পোরেশন হতে ২৫% খরচ বাবদ ১,৬৭,৫৩,১৭৫/-(এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার একশত পঁচাত্তর) টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করেন। **জনাব শরীফ আসিফ রহমান, সচিব, কেসিসি** বলেন, নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা করে থাকে। স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা NGO এর সাথে MOU ছিল, বিশেষ করে World Health Organization (WHO) আগে উক্ত খরচের টাকা ৭০% বহন করতো এবং বাকি ৩০% এনজিওদের নিজস্ব থেকে খরচ করা হতো। বর্তমানে WHO এর ফান্ডিং বন্ধ রয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে মিটিং হয়েছিল এবং রেজুলেশনে বলা ছিল যে, নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনা করার জন্য NGO/সংস্থা তাদের সার্ভিস চার্জ থেকে ৫০ শতাংশ ব্যয় নির্বাহ করবে, আর স্থানীয় সরকার বিভাগ ২৫ শতাংশ অর্থ দিবে এবং বাকি ২৫ শতাংশ খরচ সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন বহন করবে। সিটি কর্পোরেশনের মোট রাজস্ব আয়ের ১(এক) শতাংশ নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। এ জন্য নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সার্ভিস চার্জ সামান্য বাড়ানো হয়েছে এবং স্টাফদের পূর্বের চেয়ে বেতন কমানো হয়েছে। এভাবে সার্ভিজ চার্জ বাড়িয়ে এবং কজ কাটিং করে ১৪টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনা করতে বছরে প্রায় ৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। সে হিসেবে উক্ত টাকার ৫০% অর্থাৎ ৩(তিন) কোটি ৩৫(পঁয়ত্রিশ) লক্ষ টাকা এনজিওরা সার্ভিস চার্জ থেকে খরচ করবে। বাকি অর্ধেক টাকার মধ্যে সিটি কর্পোরেশন ১(এক) কোটি ৬৭(সাতষট্টি) লক্ষ টাকা দিবে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগও ১(এক) কোটি ৬৭(সাতষট্টি) লক্ষ টাকা দিবে। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** কেসিসি বলেন, আগামী বাজেটে নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনায় ব্যয় বাবদ কেসিসিকে ১(এক) কোটি ৬৭(সাতষট্টি) লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, প্রধান কর নির্ধারক**, কেসিসি বলেন, নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র নগরবাসীর জন্য সেবামূলক কাজ করে থাকে। এখানে সাধারণ গরীব মানুষেরা সেবা নিয়ে থাকে, সেজন্য নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু রাখা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা, কেসিসি বলেন, নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনা কার্যক্রম বিষয়ে তদন্তের জন্য তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। সেখানে সাধারণ গরীব মানুষেরা স্বাস্থ্য সেবা পায় এবং ইপিআই কার্যক্রম ভালভাবে হয়। কিন্তু সার্ভিস চার্জ বাড়ানো হলে রোগী কমে যাওয়ার আশংকা তৈরি হবে। তাই এ বিষয়ে তিনি একটি কমিটি গঠন করা উচিত মর্মে প্রস্তাব করেন। **ডাঃ শরীফ শাম্মী উল ইসলাম, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা**, কেসিসি বলেন, নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সার্ভিস চার্জ বেশি বাড়ানো হচ্ছে না। এখানে ৩০ শতাংশ রেড কার্ডধারী রয়েছে, তাদেরকে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। গত ১০ বছরে রেড কার্ডধারী নির্বাচনে অনিয়ম ছিল। তাদেরকে রিভাইস করে রেডকার্ডধারীর সংখ্যা কমিয়ে প্রকৃত গরীবদের রেডকার্ড দেয়া হবে এবং রেডকার্ডধারীর সংখ্যা ১৫ শতাংশ করা হবে। এতে খরচ কিছুটা সাশ্রয় হবে। **জনাব কোহিনুর জাহান, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট**, কেসিসি বলেন, কঞ্জারভেন্সি শাখায় নিয়োজিত শ্রমিকরা ড্রেনে কাজ করার সময় আহত হয়। তাই রেড কার্ড পাওয়ার বিষয়ে তাদেরকে তিনি অগ্রাধিকার দেয়ার অনুরোধ জানান। **প্রশাসক** খুলনা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-২য় পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় মোট ব্যয় ৬,৭০,১২,৭০০/-(ছয় কোটি সত্তুর লক্ষ বার হাজার সাতশত) টাকার ২৫% অর্থাৎ ১,৬৭,৫৩,১৭৫/-(এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার একশত পঁচাত্তর) টাকা খুলনা সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব খাত থেকে বাজেটে ব্যয়ের সংস্থান রাখার জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-২য় পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় মোট ব্যয় ৬,৭০,১২,৭০০/-(ছয় কোটি সত্তুর লক্ষ বার হাজার সাতশত) টাকার ২৫% অর্থাৎ ১,৬৭,৫৩,১৭৫/-(এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার একশত পঁচাত্তর) টাকা খুলনা সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব খাত থেকে বাজেটে ব্যয়ের সংস্থান রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৫। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর ওএসএস প্লাট ফরমের সাথে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স প্রদান সেবা সংযুক্ত করার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত সমঝোতার স্মারকে কর্পোরেশনের স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)**, কেসিসি বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর ওএসএস প্লাট ফরমের সাথে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স প্রদান সেবা সংযুক্ত করার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত সমঝোতার স্মারকে কর্পোরেশনের স্বাক্ষরের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, বিডা তার সিস্টেমটা সিটি কর্পোরেশনের সাথে পে-ইন্টিগ্রেটেড করতে চায়। সেখানে কোন আবেদন করলে তাৎক্ষনিকভাবে খুলনা সিটির মধ্যে হলে সহজে নিষ্পত্তি করা যাবে। এই জন্য বিডা-এর সাথে MOU করা সরকারি নির্দেশনা আছে। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এর সাথে বিডা'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু কেসিসি'র সাথে MOU এখনো হয়নি। তাই বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর ওএসএস প্লাট ফরমের সাথে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স প্রদান সেবা সংযুক্ত করার লক্ষ্যে তাদের প্রস্তুতকৃত MOU স্বাক্ষর করা যেতে পারে। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার,** কেসিসি বলেন, গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্ণিত MOU স্বাক্ষর বিষয়ে আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণের কথা ছিল। বিডা যদি কোন তথ্য গোপন করে বা ফাঁস করে তবে তারা দায়বদ্ধ থাকবে। সাম্প্রতিক লক্ষ্য করা গেছে খুলনা শহরে অনেক চায়না লোক বাস করে এবং জনবল ঘাটতি থাকার কারণে ভালভাবে যাচাই-বাছাই না করে এক চায়না মহিলাকে ট্রেড লাইসেন্স দেয়া হয়েছে, যা দেয়া ঠিক হয়নি। তাই ট্রেড লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে ভাল করে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য তিনি সময় বৃদ্ধি করার অনুরোধ জানান। **প্রশাসক** বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্তৃক (বিডা) এর ওএসএস প্লাট ফরমের সাথে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স প্রদান সেবা সংযুক্ত করার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত MOU স্বাক্ষর করার অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর ওএসএস প্লাট ফরমের সাথে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স প্রদান সেবা সংযুক্ত করার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত সমঝোতা স্মারকে কেসিসি'র স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের দশগেট স্লুইচ গেট হতে রায়েরমহল স্লুইচগেট পর্যন্ত ময়ুর নদীর তলদেশে জমাকৃত/ ভরাটকৃত পলি ও বর্জ্য-আবর্জনা অপসারণের জন্য কেসিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে ময়ুর নদী বর্জ্য-আবর্জনা অপসারণ/পুনঃ খনন করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)**, কেসিসি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের দশগেট স্লুইচ গেট হতে রায়েরমহল স্লুইচগেট পর্যন্ত ময়ুর নদীর তলদেশে জমাকৃত/ভরাটকৃত পলি ও বর্জ্য-আবর্জনা অপসারণের জন্য কেসিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে ময়ুর নদী বর্জ্য-আবর্জনা অপসারণ/পুনঃ খনন করার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত বলার জন্য তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)-কে অনুরোধ জানান। **জনাব মুহাম্মদ আনিচুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)**, কেসিসি বলেন, দশগেট স্লুইচ গেট হতে রায়ের মহল স্লুইচ গেট পর্যন্ত ময়ুর নদীর পলি ও বর্জ্য আবর্জনা অপসারণের জন্য একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি কাজ তদারকি করবে, প্রতিদিন কত ঘন্টা কাজ করছে তার রিপোর্ট প্রদান করবে এবং কাজে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। এ কাজে কোন ফান্ড না থাকায় সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে করতে হবে। গঠিত কমিটির মাধ্যমে স্পটগুলো দেখে এ কাজে সম্ভাব্য ব্যয় সম্পর্কে প্রাক্কলন প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হবে। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি বলেন, আসলে ময়ুরনদী বিল ডাকাতিয়া থেকে দশগেট পর্যন্ত বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে বিরাজমান। একটা অংশের নাম ক্ষুদে নদী, অন্য একটা অংশের নাম ময়ুর নদী, হরিণটানা থেকে হাতিয়া-রামুদিয়া নদী। ক্ষুদে নদী ও ময়ুর নদীর দুইটা অংশের টেন্ডার করা হয়েছে। একটা অংশের বিল দেয়া হয়েছে, সিকিউরিটি বাকি আছে। ঠিকাদারের সাথে শর্ত আছে আরো দুইবার কচুরিপানা পরিষ্কার করে দিলেই সিকিউরিটি মানি দেয়া হবে। হাতিয়া নদীর দশগেট থেকে যে অংশটুকুর কাজ করা হয়নি সেই অংশটুকুর ময়লা-আবর্জনা অপসারণ/পূণ:খনন কাজ কেসিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে করা প্রয়োজন। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, প্রধান কর নির্ধারক**, কেসিসি বলেন, প্রশাসক মহোদয় ময়ুরনদী পরিদর্শন করায় এলাকার মানুষ মনে করছে বর্তমানে কেসিসিতে অনেক কাজ হচ্ছে। **জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার**, কেসিসি বলেন, শুধুমাত্র হাতিয়া নদীর ময়লা- আবর্জনা অপসারণ/পূণ:খনন কাজ বাকি আছে। সেটা করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। **প্রশাসক** ক্ষুদে নদী ও ময়ুর নদীর অংশ দুইটি বাদ দিয়ে কেসিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে হাতিয়া নদীর অংশটুকুর জমাকৃত/ভরাটকৃত পলি ও ময়লা-আবর্জনা অপসারণ/পূণ:খনন কাজ করানোর বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ক্ষুদে নদী ও ময়ুর নদীর অংশ দুইটি বাদ দিয়ে কেসিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে হাতিয়া নদীর অংশটুকুর জমাকৃত/ভরাটকৃত পলি ও ময়লা-আবর্জনা অপসারণ/পূণ:খননের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও কঞ্জারভেন্সি শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৭। ইসলামাবাদ কলেজিয়েট স্কুলের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব আবু দারদা মোঃ আরিফ বিল্লাহ'র গত ২৬/০৮/২০২৪ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি বন্ধ হওয়া বেতন ভাতাদি প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)**, কেসিসি বলেন, ইসলামাবাদ কলেজিয়েট স্কুলের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব আবু দারদা মোঃ আরিফ বিল্লাহ চাপের মুখে গত ২৬/০৮/২০২৪খ্রি. তারিখ অবসর গ্রহণ করেছেন মর্মে আবেদনের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বে-সরকারি মাধ্যমিক-১ শাখা হতে গত ১৪/০১/২০২৫ খ্রি. তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭২.১৮.০০৩.২৪.০৪ নং স্মারকে যে সকল প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক চাপের মুখে পদত্যাগ করে বিচারাধীন রয়েছেন তাদের বেতন চালু রাখার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে। **জনাব গাজী সালাউদ্দীন, এষ্টেট অফিসার,** কেসিসি বলেন, জনাব আবু দারদা মোঃ আরিফ বিল্লাহ ইসলামাবাদ কলেজিয়েট স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ থাকাকালীন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন খরচের বিষয়ে প্রশ্ন আছে। **জনাব শরীফ আসিফ রহমান, সচিব**, কেসিসি বলেন, এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা আছে জোর পূর্বক অবসর প্রদান করা হলে তিনি বেতন পাবেন। **প্রশাসক** বলেন, যেহেতু বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে সেহেতু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে তার বেতন প্রদানের বিষয়ে কেসিসি'র বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাবের সাথে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামাবাদ কলেজিয়েট স্কুলের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব আবু দারদা মোঃ আরিফ বিল্লাহ এর পদত্যাগের বিষয়টি যেহেতু তদন্তাধীন রয়েছে সেহেতু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে তার বেতন প্রদানের বিষয়ে কেসিসি'র বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা
৮। কর আদায় শাখার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০১ জুন হতে ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সম্মানিত হোল্ডিং মালিকদের বকেয়াসহ হাল সনের পৌরকর সমুদয় পরিশোধ সাপেক্ষে ১৫% সারচার্জ মওকুফ এবং তাদের বকেয়া পৌরকর এককালীন পরিশোধের সুবিধার্থে ১৫% সারচার্জ মওকুফের সময়সীমা আগামী ১৫ জুলাই, ২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা**, কেসিসি বলেন, কেসিসি'র রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে সারচার্জ ছাড়া পৌরকর পরিশোধের সময়সীমা আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। একই সাথে বিগত ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে আদায় বেশী হওয়ায় পৌরকর আদায় কাজের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানানোসহ বিগত দিনের ন্যায় কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য যোগ্য আদায়কারীদের পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কর আদায় শাখার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০১ জুন হতে ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সম্মানিত হোল্ডিং মালিকদের বকেয়াসহ হাল সনের পৌরকর সমুদয় পরিশোধ সাপেক্ষে ১৫% সারচার্জ মওকুফ এবং তাদের বকেয়া পৌরকর এককালীন পরিশোধের সুবিধার্থে ১৫% সারচার্জ মওকুফের সময়সীমা আগামী ১৫ জুলাই, ২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৯। খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত জোড়াগেট কোরবানির পশুর হাট-২০২৫ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন খাতের ব্যয় অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব গাজী সালাউদ্দীন, এষ্টেট অফিসার ও বাজার সুপার (অতি:দা:)** কেসিসি কোরবানির পশুর হাট-২০২৫ পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নরুপ ব্যয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন ঃ (ক) বিদ্যুৎ ও আই.টি শাখার বিভিন্ন কাজের জন্য গত বছরের ন্যায় ভ্যাটসহ ৭,৪৭,১২১/-(সাতলক্ষ সাতচল্লিশ হাজার একশত একুশ) টাকা ব্যয় অনুমোদন। (খ) মানব চিকিৎসার জন্য গত বছরের ন্যায় স্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ঔষধ ক্রয়ে ১৮,০৫০/-(আঠার হাজার পঞ্চাশ) টাকা ব্যয় অনুমোদন। (গ) হাট উদ্বোধন, আপ্যায়ন ও আনুষঙ্গিক কাজে (৭ দিনে) ২,৩২,০০০/-(দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা ব্যয় অনুমোদনসহ সহ: বাজার সুপার জনাব লিয়াকত হোসেনের নামে অগ্রিম প্রদান। (ঘ) পশু চিকিৎসার নিমিত্তে মেডিসিন ক্রয় বাবদ ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা ব্যয় অনুমোদন প্রসঙ্গে। গত বছরের ন্যায় বহিরাগত ০৩(তিন) জন পশু চিকিৎসকের সম্মানী প্রদান। (ঙ) ৬০০০(ছয় হাজার) কপি পোস্টার ও ১০,০০০(দশ হাজার) কপি লিফলেট ছাপানোর জন্য ৬২,০০০/-(বাষট্টি হাজার) টাকা ব্যয় অনুমোদন। (চ) ডেকোরেশন বাবদ ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকার সম্ভাব্য ব্যয় অনুমোদন। (ছ) ডিজিটাল প্যানা ও স্টিকার তৈরি এবং এ কাজের জন্য ৪৬,১৬০/-(ছেচল্লিশ হাজার একশত ষাট) টাকা ব্যয় অনুমোদন। (জ) পশুর হাটে দায়িত্ব পালনকারীদের পরিচয় পত্র তৈরির জন্য ২৯,০০০/-(উনত্রিশ হাজার) টাকা ব্যয় অনুমোদন। (ঝ) কোরবানির পশুর হাটে দায়িত্ব পালনকারী ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) জন স্থানীয় টিডিপি সদস্য নিয়োজিত করণে ৬৭,৫০০/-(সাতষট্টি হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয় অনুমোদন। (ঞ) কর্মকর্তা-কর্মচারী, নিরাপত্তা কর্মী এবং আনসার ও ভিডিপি, প্রেষণে নিয়োজিত ৩(তিন) জন মানব ও ৩(তিন) জন পশু চিকিৎসকসহ সর্বমোট ১৮,৩০,৮৫৪/-(আঠার লক্ষ ত্রিশ হাজার আটশত চুয়ান্ন) টাকা ব্যয় অনুমোদন। (ট) কঞ্জারভেন্সি বিভাগ কর্তৃক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আন্ত: শাখার খরচের জন্য ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা ব্যয় অনুমোদন। **প্রশাসক** বলেন, কোরবানির পশুর হাট-২০২৫ পরিচালনার যে সকল খাতে ব্যয় বিভাজন উপস্থাপন করা হয়েছে তা যথাযথ আছে কিনা বাজেট-কাম একাউন্টস অফিসারের সাথে আরো ২(দুই) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে যাচাইঅন্তে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যয় অনুমোদনের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে। উক্ত প্রস্তাবের সাথে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি'র (ক) জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, বাজেট-কাম একাউন্টস অফিসার (খ) জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) ও (গ) জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাইঅন্তে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যয় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ, পূর্ত বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ ও প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১০। "খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গ্যারেজ নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব গাজী সালাউদ্দীন, এষ্টেট অফিসার,** কেসিসি বলেন, "খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গ্যারেজ নির্মাণের জন্য খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন খোলাবাড়িয়া-৮৮ মৌজায় ০৯.৭২ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়। সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি'তে গ্যারেজ নির্মাণের জন্য ১১ একর জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রয়েছে। অধিগ্রহণকৃত ০৯.৭২ একর জমির চৌহদ্দির মধ্যে ১নং খাস খতিয়ানের ১৬১ ও ১৬৩ নং দাগ খাল শ্রেণিভূক্ত থাকায় উক্ত দাগ দু'টি অধিগ্রহণ হতে বাদ রাখা হয়। জেলা প্রশাসনের কার্যালয় হতে উক্ত জমি বন্দোবস্ত প্রদান করতঃ নাম পত্তন ও জমির শ্রেণী পরিবর্তন করেছেন বিধায় উক্ত জমি অধিগ্রহণে আইনগত কোন বাঁধা নেই মর্মে কেসিসিকে জানানো হয়েছে। অপরদিকে সিএস/এসএ ১৮০ নং দাগে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি হতে সৃষ্ট আর.এস ১ নং খাস খতিয়ানের ১৬১ ও ১৬৩ নং দাগ দু'টি খাল শ্রেণি হিসেবে রেকর্ড হওয়ায় জমির মালিকগণ সহকারী জজ ৬ষ্ট আদালত, বটিয়াঘাটা, খুলনায় দেঃ ৬৮/২০০৭ নং মামলায় বাদীগণের বরাবর স্বত্ত্বের ডিক্রী ও ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, খুলনা আদালতে ল্যান্ড ১৪২/১৭ নং মামলায় সোলেসূত্রে ডিক্রী প্রাপ্ত হয়ে উক্ত জমির ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য যে, আর.এস ১৬১ নং দাগে ০.২২ একর ও ১৬৩ নং দাগে ০.১৬ একর সর্বমোট (০.২২+০.১৬+) = ০.৩৮ একর অধিগ্রহণ বহির্ভূত জমি কেসিসি'র অধিগ্রহণকৃত ৯.৭২ একর জমির চৌহদ্দির মধ্যে পড়েছে। বর্ণিত ০.৩৮ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মতামত প্রদান করেছেন। অতঃপর সরকারি কার্যে বা প্রয়োজনে উক্ত জমি অধিগ্রহণে কোন বাঁধা নাই" মর্মে কেসিসি'র বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা মতামত প্রদান করেছেন। **জনাব মুহাম্মদ আনিচুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক),** কেসিসি বলেন, কেসিসি'র গ্যারেজ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় আরও ১ একর এবং ৫ টি এসটিএস নির্মাণের জন্য ২৫ শতক জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন। **জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা,** কেসিসি বলেন, কেসিসি'র গ্যারেজ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত জমির মধ্যে একটি খাল ছিল যা এক সময় আলাউদ্দিন নামীয় এক ব্যক্তি লীজ নিয়েছিল। ঐ খালের জায়গা ইতিপূর্বে অধিগ্রহণ বহির্ভূত রাখা হয়েছিল। খালের জায়গা বাদ রেখে অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি বলেন, জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কেসিসি'র সভার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ হবে বিধায় প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়ার পক্ষে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। **প্রশাসক** বলেন, কেসিসি'র প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ করা হবে। বিধায় উক্ত জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়ার পক্ষে তিনি প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাবের সাথে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে "খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গ্যারেজ নির্মাণের জন্য খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন খোলাবাড়িয়া-৮৮ নম্বর মৌজায় ১৬১ নম্বর দাগে ০.২২ একর এবং ১৬৩ নম্বর দাগে ০.১৬ একর সর্বমোট (০.২২+০.১৬)=০.৩৮(শূন্য দশমিক আটত্রিশ) একর জমি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১১। খুলনা সিটি কর্পোরেশনে গত ২২/০৯/২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম সাধারণ সভায় রিভিউ বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি ভাতা বর্ধিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্রের কোন জবাব পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, প্রধান কর নির্ধারক**, কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের কর পর্যালোচনা পরিষদ (রিভিউ বোর্ডের) চেয়ারম্যান মহোদয়কে দৈনিক ৩০০/-(তিনশত) টাকা এবং সদস্যদের ২০০/-(দুইশত) টাকা করে দৈনিক সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়। গত ২২/০৯/২০২১খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম সাধারণ সভায় চেয়ারম্যানের ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা ও সদস্যদের ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা সম্মানী প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত বিষয়টি অনুমোদনের জন্য গত ২৫/১১/২০২১খ্রি. তারিখের ৯২ নং স্মারকে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি উক্ত পত্রের কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তিনি রিভিউ বোর্ডের সদস্যদের ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি অনুমোদনে সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। **প্রশাসক** বলেন, কর পর্যালোচনা পরিষদের (রিভিউ বোর্ডের) সম্মানী ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাবটি যৌক্তিক। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে যোগাযোগ করে ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত করার বিষয়ে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগে যোগাযোগ করে কর পর্যালোচনা পরিষদের (রিভিউ বোর্ডের) সম্মানী ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসক মহোদয়ের উপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা ও রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১২। খুলনা সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত ১৯(উনিশ) জন শ্রমিককে নিয়োগ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** খুলনা সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত ১৯(উনিশ) জন শ্রমিককে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, চাকুরীচ্যুত ১৯(উনিশ) জন শ্রমিক এক কোডে নিয়োগ হলে অন্য কোডে বেতন প্রদান সমীচীন নহে। **জনাব উজ্জ্বল কুমার সাহা, ষ্টোর সুপার**, কেসিসি বলেন, চাকুরীচ্যুত ১৯(উনিশ) জন শ্রমিকের চাকুরী পুনর্বহালের বিষয়ে কেসিসি'র ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের অধীনে একটি কমিটি হয়েছিল। তারা দীর্ঘদিন যাবৎ মাষ্টাররোলে বেতন পেয়েছেন। এখন তাদের আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে বেতন প্রদান করায় তারা বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। তিনি বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধান করার জন্য প্রশাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। **জনাব গাজী সালাউদ্দীন, এষ্টেট অফিসার,** কেসিসি বলেন, উল্লিখিত কর্মচারীদের মধ্যে ৯জন সাবেক মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান এর সময় মাষ্টাররোলে নিয়োগপ্রাপ্ত। অন্যায়ভাবে তাদের চাকুরীচ্যুত করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে তারা চাকুরী ফিরে পেয়েছেন। তাদেরকে মাষ্টার রোলের পরিবর্তে আউট সোর্সিং ভিত্তিতে মজুরী প্রদান করা হচ্ছে। তিনি পুনরায় একটি কমিটি গঠন করে বিষয়টি পর্যালোচনার প্রস্তাব রাখেন। **প্রশাসক** কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করায় সভায় উপস্থিত সকল সদস্য এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত ১৯(উনিশ) জন শ্রমিকের বিষয়ে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা
১৩। বিবিধ-১	**জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা**, কেসিসি বলেন, আগে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৩১ জন সাধারণ আসনের কাউন্সিলর এবং ১০ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রত্যেকে ৪০,০০০/- টাকা করে সম্মানী পেতেন। বর্তমানে কেসিসি'র ৩১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী ০১ (এক) বছর যাবৎ উক্ত দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাউন্সিলরদের দায়িত্ব পালন করায় ১ বছরে ২ (দুই) কোটি টাকার উপরে এবং প্রশাসক মহোদয় ২০ (কুড়ি) লক্ষ টাকার উপরে ব্যয় সেভ করে দিয়েছেন। তাই তিনি কাউন্সিলর এর দায়িত্ব পালনকারী ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সম্মানী প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসক মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। **প্রশাসক** বলেন, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন হতে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক সেই তথ্যের ভিত্তিতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করায় সভায় উপস্থিত সকল সদস্য এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডে কাউন্সিলরের পরিবর্তে দায়িত্ব পালনকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের সম্মানী প্রদানের লক্ষ্যে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন হতে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক সেই তথ্যের ভিত্তিতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৪। বিবিধ-২	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, সচিব,** কেসিসি বলেন, সরকার গত ০৩/০৬/২০২৫ খ্রি. তারিখে ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৪.০৮৩.২৪-১৪৭ নং স্মারকে প্রজ্ঞাপনে জারি করেছে যে, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ১৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় বেতন স্কেলের আওতাভুক্ত সরকারি-বেসামরিক, স্ব-শাসিত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, ব্যাংক বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও পুলিশ বাহিনীতে নিয়োজিত কর্মচারী এবং পুন:স্থাপনকৃত পেনশনারগণসহ পেনশনভোগী ব্যক্তিবর্গের জন্য ১ জুলাই ২০২৫ তারিখ হতে বেতনগ্রেড ভেদে (গ্রেড-১ এবং তদূর্ধ্ব হতে গ্রেড-৯ পর্যন্ত) ১০% এবং (গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-২০ পর্যন্ত) ১৫% হারে 'বিশেষ সুবিধা' প্রদান করেছেন। এ 'বিশেষ সুবিধা' চাকরিরতদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা এবং পেনশন ভোগীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা হারে প্রদেয় হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত 'বিশেষ সুবিধা' ০১ জুলাই ২০২৫ তারিখ থেকে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ-কে প্রদান করার জন্য তিনি প্রশাসক মহোদয়ের নিকট অনুরোধ জানান। **প্রশাসক** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রবিধি অনুবিভাগ, প্রবিধি-৩ শাখা কর্তৃক জারিকৃত উল্লিখিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ০১ জুলাই ২০২৫ তারিখ হতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ-কে বর্ণিত 'বিশেষ সুবিধা' প্রদানে সহমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রবিধি অনুবিভাগ, প্রবিধি-৩ শাখা কর্তৃক গত ০৩/০৬/২০২৫ খ্রি. তারিখে ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৪.০৮৩.২৪-১৪৭ নং স্মারকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ-কে 'বিশেষ সুবিধা' প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও প্রশাসনিক শাখা

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্মারক নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২৫-৬৪৫ তারিখ ঃ ০৭/০৭/২০২৫ খ্রি.

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ

১। সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ।
২। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং....., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

০৭/৭/২০২৫
মোঃ ফিরোজ সরকার
প্রশাসক
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২৫-৬৪৫(৭) তারিখ ঃ ০৭/০৭/২০২৫ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩। বিভাগীয় প্রধান (সকল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। সি.এ.টু প্রশাসক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

০৭/০৭/২০২৫
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
মোঃ ফিরোজ সরকার
প্রশাসক
খুলনা সিটি কর্পোরেশন